[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন বিষয়ে মেহেরপুরে প্রেস ব্রিফিং

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরতে মেহেরপুরে সাংবাদিকদের নিয়ে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৩ মে) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে এ প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম।

প্রেস ব্রিফিংয়ে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। এসময় ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, কৃষি ঋণ মওকুফ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, নারীদের পরিবহন সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং খাল খনন কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

এছাড়াও জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, গুজব প্রতিরোধ, মানবপাচার মোকাবিলা, সাম্প্রদায়িকতা ও অপরাজনীতি প্রতিরোধ, ডেঙ্গু ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম, ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

কৃষকদের অভিযোগ, সরকারি ভাবে মৌসুম শেষ হওয়ার অনেক পরে প্রণোদনার বীজ বিতরণ করা হয়, যা কৃষকদের কোনো উপকারে আসে না। কৃষকরা প্রণোদনায় পাওয়া বীজ ফেলে দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে উচ্চমূল্যের বীজ কিনে আবাদ করতে হয়। এভাবে চলতে থাকলে সরকারি পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, চলতি বোরো আবাদ বৃদ্ধিতে মেহেরপুরের তিনটি উপজেলার ১ হাজার ৬০০ কৃষককে প্রণোদনার আওতায় আনা হয়। সে লক্ষ্যে ব্রি-ধান ৮৮, ব্রি-ধান ৮৯, ব্রি-ধান ৯২ জাতের ৫ কেজি করে বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। চলতি মৌসুমে ১৯ হাজার ৭০০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে, যার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৭ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন। প্রণোদনার ভেজাল বীজের কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবার।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মতিয়ার রহমান বলেন, এমন কিছু অভিযোগ আমরা পেয়েছি। সরেজমিনে গিয়ে দেখব এমনটা কেন হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)’র মেহেরপুর অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিডি) আশরাফুল আলম মুঠোফোনে প্রতিনিধিকে বলেন, মেহেরপুরের প্রণোদনার বীজ বিএডিসি কৃষি অফিসকে সরবরাহ করে থাকে। আর কৃষি অফিস তা কৃষকদের তালিকাভুক্ত করে বিতরণ করে। তবে ভেজাল বীজের বিষয়ে তিনি বলেন, এখনো অভিযোগ পাইনি, অভিযোগ পেলে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

কৃষকদের দাবি, সরকারি ভাবে ভেজাল বীজ প্রদান করা হলে কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে।

অনলাইন জুয়াড়ি গাড়াডোবের ফয়সালসহ গ্রেফতার-৩

মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে পার্ট টাইম জবের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ঘরে বসেই আয় করুন। শুরুতে ভুক্তোভোগী পেয়েছিলেন অল্প কিছু লাভ।

কয়েকদিনের মধ্যেই সেই লাভের স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। ধাপে ধাপে খোয়াতে হয়েছে লাখ টাকা।

আর সেই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়েই রাজধানী ঢাকা থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এক ভয়ংকর সাইবার প্রতারণা চক্রের সন্ধান পেয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ডিবির তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ফেসবুকে চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলা হতো। এরপর টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপের গোপন গ্রুপে যুক্ত করে “অনলাইন টাস্ক” সম্পন্নের নামে অর্থ বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করা হতো।

শুরুতে অল্প লাভ দেখিয়ে আস্থা অর্জন করলেও পরে বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত চক্রটি।

মামলার নথি সূত্রে জানা গেছে, এক নারী ফেসবুকে প্রকাশিত একটি পার্ট-টাইম চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেন। পরে তাকে বিভিন্ন টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ আইডির মাধ্যমে “টাস্ক” সম্পন্ন করে লাভের আশ্বাস দেওয়া হয়। প্রথমদিকে সামান্য লাভ পেলেও পরবর্তীতে তাকে বিকাশ, নগদ ও বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে বলা হয়। গত ১৩ মার্চ থেকে ২৩ মার্চের মধ্যে ধাপে ধাপে তার কাছ থেকে প্রায় ২ লাখ ৮ হাজার ৮৬০ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক চক্রটি।

পরে কোনো লাভ বা কাজ না পেয়ে প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি রাজধানীর কলাবাগান থানায় মামলা দায়ের করেন।

তদন্তে প্রযুক্তির সহায়তায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিবির সাইবার টিম মেহেরপুরের কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পায়।

পরে গত ৭ ও ৮ মে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে রোহান আলী ওরফে রাকেশ (২০), মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে অনলাইন জুয়াড়ি ফয়সাল আহমেদ (২৮) এবং সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে রনি মিয়া (২৭)-কে।

ডিবি জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের সময় আসামিদের কাছ থেকে তিনটি স্মার্টফোন, কয়েকটি সিমকার্ড এবং প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত নগদ ১৭ হাজার ৪৪০ টাকা জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা

পরে তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করেন। চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে জমে উঠেছে বামুন্দি পশু হাট

মেহেরপুরে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে জমে উঠেছে পশু হাট। হাটগুলোতে বিপুল সংখ্যক দেশি গরু উঠতে শুরু করায় ক্রেতা- বিক্রেতাদের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো।

প্রতিদিন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা এখান থেকে পশু কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। কয়েক বছরের চেয়ে এবার বাজারে পশুর উপস্থিতি বেশি, দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

তবে,স্থানীয় ক্রেতা না থাকায় বেচাকেনা কম বলছেন বিক্রেতারা।

দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সর্ববৃহত মেহেরপুর গাংনীর বামন্দী-নিশিপুর পশুর হাটে সপ্তাহে দুদিন চলে বেচাকেনা। হাট দুটিতে বিপুল সংখ্যক গরু-ছাগল উঠছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে বেচাকেনা। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা আসছে গরু কিনতে ।

তবে কোরবানি দিতে ইচ্ছুক ক্রেতাদের সংখ্যা কম দেখা মিল্লেও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। হাটে ৭০ হাজার থেকে শুরু করে ৪ লাখের বেশি টাকার গরু কেনাবেচা হচ্ছে। গরু বেচা কেনা নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখে ফিরছেন খালি হাতে। অতিরিক্ত খাজনা আদায়েরও অভিযোগ রয়েছে ইজারাদারদের বিরুদ্ধে।

ঝিনাইদাহ জেলার গরু ব্যবসায়ী মিন্টু হোসেন, সিরাজগঞ্জ থেকে আসা

ব্যবসায়ী মইনুল হক, চুয়াডাঙগার খলিলুর রহমান জানান, বাজারে গরু সরবরাহ ভাল,এছাড়া মেহেরপুরের গরুর পষম দেখতে মশৃন হওয়ায় বাইরের বাজারে চাহিদা বেশি। তাই প্রতি বছরই মেরেপুরের গরু কিনে দেশের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করি। তবে এবছর গরুর দাম একটু বেশি হওয়ায় এখন কিনতে পারছিনা।

প্রন্তিক খামারি মোবারক হোসেন,বিক্রির জন্য গরু নিয়ে এসেছি বাজারে। খড়,ভুষিস গো খাদ্যের দাম বৃদ্ধির ফলে গরু লালন পালনে যে টাকা খরচ হয়েছে তার অর্ধেক দাম বলছেন ব্যাপারিরা। তাই বিক্রি করতে পারছিনা। এছাড়া দালালদের উৎপাত বেড়েছে। স্থানীয় ব্যাপারিরা সিন্ডিকেট করে গরু কিনছেন । যে কারনে গরুর ন্যায্য মুল্য পাচ্ছিনা।

দেীলাতপুরের ক্রেতা আলমগীর হোসেন বলেন, হাটের ইজারাদাররা বিভিন্ন ভাবে মরগড়া টাকা নিচ্ছেন খাজনার নামে। সরকারি তদারকি নেই। অনেক বেশি খাজনা আদায়ের অভিযোগ করেন অনেকেই।

হাট-ইজারাদার মো: সোহাগ হোসেন জানান,হাটে আসা ক্রেতা- বিক্রেতাদের জন্য নেয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ।

হাট-ইজারাদার মো বাচ্চু জানান,জাল টাকার ব্যবহার রোধে নেয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়া পুলিশের টহল রয়েছে সার্বিক্ষনিক। তিনি বলেন, সরকারি নিয়ম মানলে খাজনা আরও বাড়বে। তাই প্রতি হাজারে টাকা না নিয়ে প্রতিটি পশু হিসেব করে ৬শ থেকে ৭শ টাকা নেয়া হয়।

জেলা প্রাণি সম্পদ অধিদপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে,মেহেরপুর জেলায় এবছর ২৬ হাজার খামারিরা ১ লাখ ৭২ হাজার গবাদি পশু কোরবানি ও বিক্রির জন্য প্রস্তত করেছেন। এর মধ্যে গরু-৭২ হাজার,ছাগল-১ লাখ ১৫ হাজার,ভেড়া ২৬ হাজার ও মহিষ-১ হাজার।

ভারত থেকে গুরু আমদানী না হলে পশু পালনে লাভবান হবে এমন প্রত্যাশা খামারীদের।

মেহেরপুরের রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ড, ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকার খাওন ঘর নামের একটি রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুনে এসি, ফ্রিজসহ প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।

মঙ্গলবার ভোরে মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত “খাওন ঘর” নামের রেস্টুরেন্টে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

স্থানীয়রা ধোঁয়া ও আগুন দেখতে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনার সময় রেস্টুরেন্টে কেউ উপস্থিত না থাকায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে আগুনে রেস্টুরেন্টের এসি, ফ্রিজ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গাংনীতে লিচুর বাম্পার ফলন, ভালো দামে খুশি চাষি ও বাগান মালিকরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া ও নিয়মিত পরিচর্যার ফলে গাছভর্তি ঝুলছে রসালো লিচু। ফলনের পাশাপাশি বাজারে ভালো দাম পাওয়ায় খুশি বাগান মালিক ও লিচু চাষিরা।

বর্তমানে বাজারে মোজাফফরপুরী (আটি) লিচু উঠতে শুরু করেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে আসবে বোম্বাই ও চায়না-৩ জাতের লিচু। স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাংনীর লিচুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, এ বছর উপজেলায় ১২৫ হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ হয়েছে। আবহাওয়াজনিত কারণে এবার লিচু কিছুটা আগেভাগেই পরিপক্ব হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বাজারে মোজাফফরপুরী বা আটি লিচু পাওয়া যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে বোম্বাই ও চায়না-৩ জাতের লিচু বাজারে আসবে। এ বছর লিচুর উৎপাদন ভালো হয়েছে বলে আমরা আশা করছি।

তিনি আরও জানান, লিচু সারা বছরব্যাপী পরিচর্যার একটি ফসল। তাই বাগানে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজন। কৃষি অফিস শুরু থেকেই বাগান মালিকদের কারিগরি পরামর্শ দিয়ে আসছে। বিশেষ করে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত লিচু সংগ্রহের আগ পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলমান ছিল।

এদিকে বাগান মালিক শাফিক রানা জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও তারা একাধিক লিচু বাগান ক্রয় করেছেন। তবে গত বছরের তুলনায় এ বছর ফলন ও দাম উভয়ই ভালো। গত বছর প্রতি কাউন লিচু ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায় বিক্রি হলেও এ বছর তা ২ হাজার ৪০০ থেকে ২ হাজার ৬০০ টাকায় পাইকারি বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কম হওয়ায় লাভের আশা করছেন তারা।

লিচু চাষি শরিফুল ইসলাম জানান, তার দুটি লিচু বাগান রয়েছে একটি প্রায় ৪ বিঘা এবং অন্যটি প্রায় ২ বিঘা জমিতে। এ বছর একটি বাগান ২ লাখ ২০ হাজার টাকায় এবং অন্যটি ৮৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন। গত বছর একই বাগান দুটি মাত্র ১ লাখ ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল। তিনি বলেন, এ বছর ফলন ভালো হয়েছে এবং বাজারেও ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে। এতে আমরা সন্তুষ্ট।

লিচু ব্যবসায়ী হৃদয় খান জানান, এ বছর মেহেরপুরের লিচু বরিশাল, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হচ্ছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় চাহিদাও বেশি। ফলে ব্যবসায়ীরা ভালো বেচাকেনার আশা করছেন।

লিচুর মৌসুম ঘিরে গাংনীর বিভিন্ন বাজার ও সড়কের পাশে জমে উঠেছে বেচাকেনা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে পাইকারি ও খুচরা বিক্রি। ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে পুরো এলাকা সরগরম হয়ে উঠেছে।

[redacted]

[redacted]

হলেও একজন জামিনে মুক্ত হয়েছেন। অধিকাংশ আসামি এখনও পলাতক রয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোরশেদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দকৃত মোবাইল ফোনের ফরেনসিক রিপোর্টে অনলাইন ক্যাসিনো পরিচালনা বা জুয়া সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে নতুন মামলা করা হবে।’

তিনি আরও জানান, আজ মঙ্গলবার (১২ মে) আসামিকে আদালতের পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

কোরবানির জন্য মেহেরপুরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ‘কালু’

আসন্ন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে মেহেরপুরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘কালু’ নামের বিশাল আকৃতির একটি ষাঁড়। প্রায় ১ হাজার ৪০০ কেজি ওজনের গরুটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ।

গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী জহুরুল ইসলামের বাড়িতে থাকা পাকিস্তানি শাহিওয়াল জাতের এ ষাঁড়টি দেখতে আশপাশের জেলা থেকেও মানুষ ছুটে আসছেন।

তবে পরিবারের দাবি, ষাঁড়টিকে সন্তানের মতো করে লালন-পালন করেছেন জহুরুল ইসলামের স্ত্রী হোসনেয়ারা খাতুন। কালো ও হালকা লাল রঙের মিশেলে গড়া শক্তপোক্ত গঠনের গরুটি সহজেই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে।

হোসনেয়ারা খাতুন জানান, আড়াই বছর ধরে পরিবারের সদস্যের মতো করেই ‘কালু’কে বড় করা হয়েছে। কোনো ধরনের ইনজেকশন বা কৃত্রিম পদ্ধতি ছাড়াই ঘাস, তুষ, চালের গুঁড়া, খৈল ও গুড় খাইয়ে লালন-পালন করা হয়েছে। বর্তমানে গরুটির পেছনে প্রতিদিন প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০

টাকা খরচ হয়।

তিনি আরও জানান, গরুটির দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ৭ ফুট এবং উচ্চতা সাড়ে ৬ ফুট। অনেক ক্রেতা এসে গরুটি দেখে গেলেও এখনো কাঙ্ক্ষিত দাম পাওয়া যায়নি। উপযুক্ত দাম না পেলে কালুকে ঢাকার পশুর হাটে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রতিবেশী আতিয়ার রহমান বলেন, “হোসনেয়ারা খুব পরিশ্রমী নারী। তার স্বামী বিদেশে থাকলেও বাড়িতে বর্তমানে ১১টি গরু রয়েছে, যা তিনি নিজেই লালন-পালন করেন। তবে সবগুলোর মধ্যে কালু সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয়।”

জহুরুল ইসলামের ভাই শাহাজান আলী বলেন, “আমরা মালয়েশিয়া থেকে ঈদ করতে বাড়িতে এসেছি। বড় ভাবি আড়াই বছর ধরে কালুকে নিজের সন্তানের মতো করে বড় করেছেন। তিনি নিজ হাতে খাওয়ানো, গোসল করানো এমনকি গরমে হাতপাখা দিয়ে বাতাসও করেন। এই ভালোবাসার মূল্য টাকা দিয়ে বিচার করা যাবে না।”

আরেক প্রতিবেশী হাফিজ আলী বলেন, “আমাদের এলাকায় কালুর মতো এত বড় ষাঁড় আর নেই। স্থানীয়ভাবে বড় গরুর চাহিদা কম হওয়ায় ভালো দাম পাওয়া নিয়ে কিছুটা শঙ্কা রয়েছে। এজন্য কালুকে ঢাকার হাটে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।”

জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্যমতে, মেহেরপুর জেলায় ছোট-বড় প্রায় এক হাজার খামারি রয়েছেন। এ বছর কোরবানির জন্য জেলায় প্রস্তুত রয়েছে প্রায় ১ লাখ ৭২ হাজার ৫৬৯টি পশু।

এর মধ্যে ষাঁড় গরু রয়েছে ৪০ হাজার ৩৪৯টি, বলদ ৪ হাজার ৮৪৪টি, গাভি ৮ হাজার ৫০৯টি, মহিষ ৪৮২টি, ছাগল ১ লাখ ১৫ হাজার ৬৬৫টি এবং ভেড়া ২ হাজার ৭২০টি।

জেলায় কোরবানির পশুর চাহিদা রয়েছে ৯০ হাজার ২৩৪টি। সে হিসেবে প্রায় ৮২ হাজার ৩৩৫টি পশু উদ্বৃত্ত থাকবে বলে জানিয়েছে প্রাণিসম্পদ বিভাগ।

বিএডিসি বারাদী খামারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামার বিএডিসি বারাদীতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, জীবননগরের জাকাউল্লাহ অ্যান্ড ব্রাদার্স লিমিটেড নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ১ কোটি ১ লাখ ৪১ হাজার ৩০০ টাকা ব্যয়ে ৭৫০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যাদেশ পায়। কার্যাদেশ পাওয়ার পর প্রায় দুই মাসে মোট কাজের প্রায় ৩৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, চলমান নির্মাণকাজে গ্রেড বিম ও কলাম ঢালাইয়ে ব্যবহৃত স্টোন চিপস (পাথর কুচি), রড এবং প্রাচীর গাঁথুনির ইট নিম্নমানের ব্যবহার করা হচ্ছে। অভিযোগটি মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দীন খানের নজরে গেলে তার নির্দেশে বারাদী ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নির্মাণকাজ পরিদর্শনে যান।

পরিদর্শন শেষে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, “প্রাচীরের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইট নিম্নমানের। এতে প্রাচীরের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সিডিউলে ১ নম্বর ইট ব্যবহারের কথা থাকলেও সেখানে ২ ও ৩ নম্বর ইট ব্যবহার করা হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “ঢালাই কাজে ব্যবহৃত স্টোন চিপসের মধ্যে অতিরিক্ত বড় আকারের গোল পাথর রয়েছে, যা মানসম্মত নয়। আমরা সংশ্লিষ্টদের পরবর্তী কাজ সিডিউল অনুযায়ী সম্পন্ন করার পরামর্শ ও সতর্ক করেছি। অন্যথায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।”

এ বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মাহফুজুর রহমান বলেন, “ইটের বিষয়ে ভাটার শ্রমিকদের অবহেলার কারণে এমনটি হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে সিডিউল অনুযায়ী নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে কাজ করা হবে।”